# সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজি মহারাজের জীবনী

এবং

# তার সেবিত শ্রী গৌরগোপাল শ্রী গিরিধারী
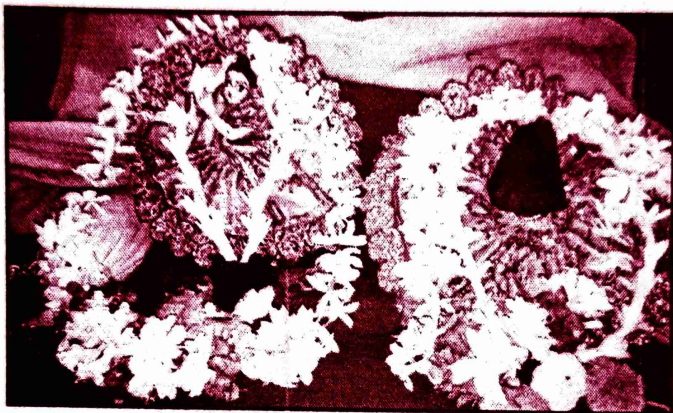
## ঃঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃঃ

শ্রীধাম নবদ্বীপস্থ হরিবোল কুটির নিবাসী শ্রীল হরিদাস দাসজী কর্তৃক প্রকাশিত 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনী' শীর্ষক গ্রন্থের সহযোগিতায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হইল।

# সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের জীবনী

সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনীয় শৃঙ্গার বটের বাঁকুড়া জেলার পুরুণিয়া, (পশ্চিমবাংলা), পাটের শ্রীজগদানন্দ গোস্বামীর মন্ত্রশিষ্য এবং গোবর্দ্ধনবাসী সিদ্ধ শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের ভেকের শিষ্য। সিদ্ধ বাবা সূর্য্য কুণ্ডে বাস করা কালীন সিদ্ধ শ্রীল মধুসূদন দাস বাবাজী মহারাজকে শিক্ষাগুরু পদে বরণ করেন।

সিদ্ধ বাবা একাদিক্রমে তিনদিন পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাস করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। তিনি রাত্রিতেও শয়ন করিতেন না; সমস্ত রাত্রি বসিয়া বসিয়া শ্রীহরিনাম জপ করিতেন। শেষ রাত্রিতেই অর্থ্যাৎ ভোর হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার নিত্যকৃত্য শেষ হইয়া যাইত। প্রাতে দধি চিড়া প্রসাদ পাইতেন।

সিদ্ধ বাবা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালন করিতেন —

প্রথম মাসে — সন্ধ্যার পরে চারিটি পাকা কলা প্রসাদ পাইতেন।

দ্বিতীয় মাসে — পাকা পেয়ারা প্রসাদ পাইতেন।

তৃতীয় মাসে — কিছু ঘোল প্রসাদ পাইতেন।

চতুর্থ মাসে — লবণশূন্য সিদ্ধ মোচা প্রসাদ পাইতেন।

সিদ্ধ বাবার শিষ্য বিহারী দাস ব্রজবাসী মহাশয় তাঁহাকে ঝুড়িতে চাপাইয়া স্কন্ধে বহন করতঃ তাঁহার ইচ্ছামত স্থানে লইয়া যাইতেন। এক বার কোথাও যাইতেছিলেন — এমন সময় এক ভক্ত সিদ্ধ বাবাকে একটি টাকা দিলেন — উহা বিহারীদাসকে লইতে বলিলেন। কিন্তু ২/৩ মাইল পথ চলিয়া যাইবার পর বাবাজী মহাশয় বিহারীদাসজীকে পূর্ব্বস্থানে

ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ফিরিয়া গেলে যে ভক্ত টাকা দিয়াছিলেন তাঁহাকে ডাকাইয়া সিদ্ধ বাবা বলিলেন "বাবা! তোমার টাকাটা ফিরাইয়া লইয়া যাও। শুনি — তোমার নাকি অনেক টাকা আছে। আমি একটা টাকার কামড় সহ্য করিতে পারিলাম না; তুমি অত অত টাকার কামড় কিরূপে সহ্য কর?" এই বলিয়া টাকাটা ফেরৎ দেওয়াইলেন।

অহো! যাহারা ধ্রুবানুস্মৃতি (নিরন্তর লীলা স্মরণ) লইয়া ভাবরাজ্যে বিচরণ করেন, তাঁহারা পার্থিব বস্তুর সঙ্কল্প-বিকল্প যৎকিঞ্চিৎ মনে আসিলেও তাহা সহ্য করিতে পারেন না।

সিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন —

১. শ্রীবিহারী দাস বাবাজী
২. শ্রীভাগবত দাস বাবাজী
৩. শ্রীগৌরহরি দাস বাবাজী (শ্রীবাসঅঙ্গন ঘাট রোড, নবদ্বীপ)
৪. শ্রীরামহরি দাস বাবাজী (ফাঁসিতলা, নবদ্বীপ)
৫. শ্রীরামদাস বাবাজী
৬. শ্রীনিত্যানন্দ দাস বাবাজী (বর্ষার্ণা)
৭. শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস বাবাজী (কদমখণ্ডী বাসী)

শ্রীবিহারীদাস ব্রজবাসীর উদ্যোগে সূর্য্যকুণ্ডবাসিগণ মিলিয়া সিদ্ধ বাবার থাকিবার জন্য একটি পাকা ঘর ও মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। সিদ্ধ বাবা বলিলেন — 'দেখ বিহারী! এই মন্দিরে ঠাকুর বসাইতে হইবে। তুমি ঠাকুর লইয়া আস।' বিহারী দাসজী ঠাকুর আনিবার জন্য কাটোয়া হইতে চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী সোনারুদ্দি গ্রামে এক তাঁতি জমিদারের নিকট গমন করেন। তিনি দাঁইহাট হইতে ঠাকুর আনিয়া বিহারীদাসের হাতে দিলেন। ইনি একটি নৌকায় করিয়া ঠাকুর

লইয়া কলিকাতা হাটখোলার শ্রীনাথ রায়ের নিকট গমন করেন — রায় মহাশয় ৫০০ টাকা দিলেন, ক্রমে লাহাবাবুরা ১৫০০ টাকা, কুমারটুলীর হরিদাস বাবু ২০০০ টাকা এবং অন্যান্য স্থান হইতে আরো ১০০০ টাকা ভিক্ষা পাইয়া বিহারী বাবা সূর্য্যকুণ্ডে সিদ্ধ বাবার নিকট ঠাকুরসহ পৌঁছিলেন। নূতন মন্দিরে শ্রীনিতাইগৌর বিগ্রহ স্থাপিত হইলে সকলে সোনার মুর্ত্তি বলিয়া মনে করিতে লাগিল। উৎসব উপলক্ষে সূর্য্যকুণ্ডের ও রাধাকুণ্ডের বৈষ্ণব ভোজন করাইতে ৩০০০ টাকা খরচ হইল।

সোনার ঠাকুর মনে করত চুরি করিবার মানসে একদিন একদল ডাকাত সিদ্ধ বাবার কাছে আসিল। সিদ্ধ বাবা বলিলেন, 'বাবা, আমার নিকট ত কিছুই নাই, ঐ ঠাকুরঘরে যাও।' তাহারা ঠাকুর ঘরের কপাট ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং তত্রত্য যাবতীয় দ্রব্য ও ঠাকুরকে কম্বলে বাঁধিয়া বাহির হইবার সময়ে চৌকাঠে মাথা ঠেকিয়া ডাকাত ও ঠাকুর উভয়েই ঘরের ভিতর পড়িয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছিল — দেখিয়া ডাকাতগণ ঠাকুর ফেলিয়া অন্যান্য দ্রব্য লইয়া পলায়ন করিল। সিদ্ধ বাবা তখন বলিলেন — 'এই ঠাকুর বৃন্দাবনে কাহাকেও দিয়া আস।' তখন বিহারীদাসজী ঐ ঠাকুর লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া মালদহ জিলার গয়েসপুরের মা গোঁসাইকে দুই হাজার টাকা ও ঠাকুর দিলেন — ঐ ঠাকুর এক্ষণে গোপালবাগের ধোপাপাড়ায় 'সোনার গৌর' নামে বিখ্যাত।

কিছুদিন পরে সিদ্ধ বাবা আবার বলিলেন, 'বিহারী! ঠাকুর না হইলে ত থাকা যায় না। যেখান থেকে পার, ঠাকুর লইয়া আস।' তখন বিহারীজী রাধাকুণ্ডের নিকটবর্তী মথুরা গ্রামে মণিপুরী বৈষ্ণব দিনু বাবাজীর এক মুর্ত্তি ষড়ভুজ মহাপ্রভু — যাহা গরু খাইবার ভুসির

ভিতর লুক্কায়িত ছিলেন, তাহা লইয়া বৃন্দাবনে আসেন এবং দিনু বাবাজীকে বলিয়া উহার অঙ্গরাগাদি করিয়া যাবতীয় সেবা দ্রব্য লইয়া সূর্য্যকুণ্ডে আসেন। এবার দশ বৎসর এই বিগ্রহের সেবা করিয়া একদিন সিদ্ধ বাবা বলিলেন — 'বিহারী, এই ঠাকুর বৃন্দাবনের কাহাকেও দিয়া এস, আমি নবদ্বীপে যাইব। এ দেহটা যেন গৌরের পাদপদ্মে পড়ে।' তখন বিহারীদাসজী ঐ ঠাকুর লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া গয়েসপুরের মা গোঁসাই হইতে ২৫৲ টাকা ভিক্ষা পাইয়া ঠাকুর ও ঐ টাকা গোপাল গুরুমঠের অধিকারী শ্রীনরোত্তমদাসজীকে দিয়াছিলেন। ঐ সেবা বর্ত্তমানে নিধুবন গলিতে বিদ্যমান।

একবার তিনি মন্ত্র পুরশ্চরণ করিবার জন্য হৃষীকেশ গিয়াছিলেন। তাঁহার নিয়ম — ভোর তিনটায় উঠিয়া স্নান করিয়া দরজা বন্ধ করতঃ মৌনভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত জপ, সন্ধ্যার পর হবিষ্যান্ন প্রসাদ গ্রহণ। প্রথমে পুত্রবতী ব্রজমায়ীর নিকট হইতে নূতন কার্পাস তুলাদ্বারা সূতা প্রস্তুত করতঃ চক্রযুক্ত মালাকে ঐ সূতার গ্রন্থি দিবে, পরে গোমুখী ঝোলার ভিতর রাখিতে হইবে। স্নানান্তে জপে বসিবে। অধোবায়ু ত্যাগ হইলে, প্রস্রাব ও বাহ্য হইলে স্নান করিতে হইবে। — এইভাবে নিয়মমত জপ করিতে হয়।

সিদ্ধ বাবা এইভাবে দুই মাস করিবার পর একদিন হঠাৎ কথা বলিয়া উঠিলেন — "বিহারী! দেখ,দেখ,— কত ফল আসিয়াছে।" ইহাতে ব্রত ভঙ্গ হইল বলিয়া পরে পুনরায় ব্রত আরম্ভ করিলেন এবং তিনমাস মধ্যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

সিদ্ধ বাবা বলিতেন — 'এই দেহেই শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন প্রাপ্তি করিতে হইলে এইভাবে পুরশ্চরণ করিতে হইবে।'

একবার খদিরবনের নিকটবর্ত্তী পেসাই কদমখণ্ডীতে গিয়া

সিদ্ধ বাবা আসন গ্রহণ করিলেন। গ্রাম বহু দূরে, একটি মাত্র কাঁচা কুণ্ড আছে— দিনের বেলায়ও লোক যাতায়াত করেন না। বিহারী দাসজী ও সিদ্ধ বাবা সেই স্থানে দশমী ও একাদশী ব্রত উপবাস রহিলেন। বিহারীজী বলিলেন, 'বাবা, এমন জায়গায় আসিলেন, যে খাইবার জন্য কিছু মেলে না।' সিদ্ধ বাবা বলিলেন, 'তার জন্য এত ব্যস্ত কেন? সব এখানেই আসিয়া যাইবে। তুই রাত্রে একটু করতালের আওয়াজ দে দেখি।'

বিহারীদাসজী তাহাই করিলে দ্বাদশীর প্রাতঃকালে একজন ব্রজবাসী আসিয়া জানিলেন যে ইহারা তিনদিন পর্য্যন্ত ওইখানে বসিয়া কুণ্ডের জলমাত্র পান করিয়া রহিয়াছেন। ব্রজবাসী কিছুক্ষণ পরে সকল দ্রব্য লইয়া উপস্থিত হইলেন। পরদিন হইতে বহু জিনিস আসিতে লাগিল; এমনকি দুই তিন মণ দুধের পায়েস হইতে লাগিল।

সিদ্ধ বাবার সহিত তদীয় গুরুপুত্র শ্রীব্রহ্মানন্দ গোস্বামী প্রভুর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। সিদ্ধ বাবার নিয়ম ছিল — শ্রীনবদ্বীপ-বৃন্দাবন যাতায়াতের পথে তিনি তাঁহার শ্রীগুরুপাঠ, পুরুণিয়া হইয়া যাইতেন। শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রভুও কখনও বা পুরুণিয়ায় কখনও বা শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস করিতেন; ভক্তগণের অনুরোধে কখনও বাহিরে যাইতেন। এইভাবে শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রভু যখন পুরুণিয়ায় থাকিতেন তখন বাবাজী মহারাজ পুরুণিয়ায় গেলে শ্রীপাদের সঙ্গানুরোধে দীর্ঘদিন ধরিয়া পুরুণিয়ায় থাকিয়া যাইতেন।

সিদ্ধ বাবা যদিও বার্ধক্য বশতঃ পিণ্ডাকার হইয়াছিলেন। তথাপি শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন উপস্থিত হইলে তিনি এমন অতি দীর্ঘাকার হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেন যে তাঁহাকে ধরিবার কাহারও সামর্থ্য থাকিত না।

একবার রাত্রিতে শ্রীব্রহ্মানন্দ গান ধরিলেন —

ধনী রঙ্গিনী ভোর, ধনী রঙ্গিনী ভোর
ভুলল গরবে শ্যাম বঁধু করি কোর।

—এই দুই চরণ আস্বাদন করিতে-ই প্রভুপাদের সমস্ত রাত্রি শেষ হইয়া গেল।

সিদ্ধ বাবা শ্রীধাম নবদ্বীপ-রজঃ প্রাপ্তি হইলে শ্রীব্রহ্মানন্দ প্রভু তাঁহার উৎসব করিয়াছিলেন এবং তৎপরে তাঁহার পত্নী মাতা গোস্বামীনীও জীবিতকাল পর্য্যন্ত সিদ্ধ বাবার উৎসবে সবিশেষ সহায়তা করিতেন।

বাবাজী মহারাজ একবার পুরুণিয়াতে প্রসাদ পাইতেছিলেন — মাতা গোস্বামীনী প্রসাদ পরিবেশন করিতেছিলেন। বাবাজীর প্রসাদ পাওয়া পূর্ণ হইলেও মাতা গোস্বামীনী পুনঃ পুনঃ প্রসাদ পরিবেশন করিতেছিলেন। ইহা দেখিয়া বাবাজী মহারাজের মনে শঙ্কা উপস্থিত হইল— ইঁহারা আমাদ্বারা প্রসাদের অবশেষ রাখাইতে সঙ্কল্প করিতেছেন। এই মনে করিয়া বাবাজী মহারাজ পত্রস্থ প্রসাদ নিঃশেষ হওয়ামাত্র কদলকপত্রখানিও খাইয়া স্থান উপস্কার করিলেন। তাহাতে মাতা গোস্বামীনি এবং অন্যান্য সকলেই বাবাজী মহারাজের শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া মনে করিলেন। অতঃপর সিদ্ধ বাবা নিষেধ করিলে আর পরিবেশন করিতেন না।

সিদ্ধ বাবা ৬ মাস ব্রজে ও ৬ মাস নবদ্বীপে বাস করিতেন। শ্রীবিহারী দাস বাবার মুখে শুনিয়াছি — একবার কালাবাবুর কুঞ্জ হইতে সিদ্ধ বাবা তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে তখনই শ্রীধাম নবদ্বীপ যাত্রা করিতে হইবে। ঝোড়ায় চাপাইয়া তাঁহাকে যখন শ্রীবিহারীদাসজী স্কন্ধে তুলিতেছিলেন, তখন মনে হইল যেন একটি মহাভারী পাথর। কিন্তু স্কন্ধে আরূঢ় হইলে একখানি গামছার মত হাল্কা বোধ হইতে লাগিল।

সেইবার দিবারাত্রি চলিয়া বিহারী বাবা নয় দিনে নবদ্বীপে আসেন।

ভাগল পুরের বনমধ্যে দিয়া আসিতে রাত্রে বিহারী বাবা দেখিতেছেন যে পথের উপরে ব্যাঘ্র শয়ন করিয়া আছে। তাহাদের চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে। ঐ দৃশ্য দেখিয়া বিহারী বাবা পশ্চাদ্দিকে চলিতে লাগিলেন। ঝোড়ার মধ্য হইতে সিদ্ধ বাবা গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "কিরে বিহারী, কি হইল?"

বিহারী বাবা — রাস্তায় বাঘ শুইয়া আছে।

সিদ্ধ বাবা তর্জন করিয়া বলিলেন, "ওরে! ওরা বাঘ নয়, মহাপ্রভুর পার্ষদ, তোদেরকে দেখতে এসেছে।"

বলাবাহুল্য — দেখিতে দেখিতে বাঘগুলি পথ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পথে চলিতে চলিতে কোথায় ছোলা ভাজা, কোথাও আটা বা ময়দা, কোথাও চাউল, কোথাও একটু জল একটি মালায় লইয়া একটি ডেলা পাকাইয়া একটু সিদ্ধ বাবার শ্রীমুখে দিতেন, পরে অধরামৃত নিজে পাইয়া বিহারী দাসজী পথ চলিতেন। কাজেই বিহারী বাবার হাতে একটি নারিকেলের মালা এবং মাথায় সিদ্ধ বাবা — এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুই সঙ্গে ছিল না।

একদিন কালাবাবুর কুঞ্জে মোচা ভাঙ্গী (এক নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তি) বেলা তিনটার সময় রুটি মাগিতে আসিলে সিদ্ধ বাবা তাহাকে বলিলেন — 'আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, একখানা রুটি দাও।' সে বলিল, 'বাবা, আমি জাতিতে ভাঙ্গী কাজেই ও কথা বলিতে নাই।' কিন্তু সিদ্ধ বাবার একান্ত জেদ দেখিয়া ভাঙ্গী তাঁহাকে একখানি রুটি দিলে তিনি তাহা খাইতে লাগিলেন। তাহাতে বৃন্দাবনে মহা গোলযোগ দেখা দিল। সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল, — "সিদ্ধ বাবার এ কী কাজ!" তখন বিহারী দাসজী বলিলেন, 'বাবা! আমি এইমাত্র আপনাকে রসুই

করিয়া খাওয়াইলাম, আপনি আবার ঐ ভাঙ্গীর নিকট হইতে রুটি চাহিয়া খাইলেন কেন?' সিদ্ধ বাবা বলিলেন — 'আজ আমার জন্ম সার্থক হইল।'

বিহারী দাসজী বলিলেন — ''ব্রজে আপনার রুটি বন্ধ হইবে।" তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা দেখা যাক — কি হয়!'

সিদ্ধ বাবার ভাঙ্গীর হাতে রুটি খাওয়ার কথা শুনিয়া বৃন্দাবনের শ্রীল নীলমণি গোস্বামী, গৌর সিং, সুন্দর রায়, শ্রীগৌর শিরোমণি এবং শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী প্রভৃতি সিদ্ধ বাবার নিকট আসিলেন।

সিদ্ধ বাবা — 'বাহিরে আসন দাও।'

আসন দিলে তাহার চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। (কিছুক্ষণ পরে) সিদ্ধ বাবা — 'আপনারা কি বলিতে আসিয়াছেন? বলুন, চুপ করিয়া রহিলেন কেন?'

তাহারা তখন বলিলেন, — 'বাবা, আপনি এই চৌরাশি ক্রোধ বৃন্দাবনের মুকুটমণি; আপনি এরূপ কাজ করিলেন কেন?' ইহাতে কতলোক কত কথা বলিতেছে। তাহাতে প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিতেছে।

সিদ্ধ বাবা বলিলেন — "উহারা কে জানেন? দ্বাপর যুগে শ্রীকৃষ্ণ অবতার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ৮৮ হাজার মুনিকে বলিলেন, 'তোমরা ব্রজে গিয়া যার তার ঘরে জন্মগ্রহণ কর, আমিও শীঘ্র যাইতেছি।' সেই মুনিগণই ব্রজে ইতরকুলে জন্মিয়াছেন, আমি কাহাকেও ভাঙ্গী দেখি না — উহারা সেই মুনিগণই। আপনারা ব্রজে বাস করিতেছেন কেন? রজ পাইবেন বলিয়া? উহারা দিবা-রাত্র রজের সেবা করিতেছেন, উঁহারা রজ পাইবেন না ত কি আপনারা খাট পালঙ্কে শুইয়া রজ পাইবেন?"

এই কথা শুনিয়া তাঁহারা যথাস্থানে চলিয়া গেলেন।

সিদ্ধ বাবা মনস্থির করিলেন তিনি শ্রীধাম নবদ্বীপেই চলিয়া যাইবেন। এই কথা ব্রজে প্রচারও হইয়া গেল।

সিদ্ধ বাবা শ্রীকুণ্ড ছাড়িয়া যাইবেন — জানিয়া ব্রজের বিভিন্ন স্থান হইতে পণ্ডিত, বাবাজী, বৈষ্ণব প্রভৃতি (শ্রীনীলমণি প্রভু, শ্রীরাধিকানাথ প্রভু প্রভৃতি) তাঁহার দর্শনে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবাজী মহাশয়, আপনি এই অতি বৃদ্ধাবস্থায় ব্রজ ছাড়িয়া যাইবেন কেন?" সিদ্ধ বাবা এই কথাটা শুনিয়াই আবিষ্ট হইলেন। শরীর ফুলিয়া গেল ও বলিতে লাগিলেন 'তোমরা ব্রজে থাক, আমি নবদ্বীপেই যাব, কারণ আমার মত মহা অপরাধীর স্থান নবদ্বীপেই— নিতাই গৌর দয়ার অবতার — তাঁহারা অপরাধের বিচার করেন না।'— ইত্যাদি। ইহার পর সূর্য্যকুণ্ড হইতে সিদ্ধ বাবাকে কাঁধে লইয়া বিহারীদাসজী মথুরা জংশন নামক ষ্টেশনে আসিয়া বিনা টিকিটে নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। রাস্তায় কেহ কিছু বলেন নাই— বর্ধমানের নিকটবর্তী মেমারি ষ্টেশনে নামিবার পর জনৈক সাহেব ইহার হাত ধরিয়া ফটক পার করিয়া দিলে অম্বিকা কালনায় সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজীর নিকট গমন করিলেন। সিদ্ধ ভগবান দাস বাবা জগন্নাথ দাস বাবাজীকে দেখিয়া বলিলেন — "অহো! আমার বন্ধু আসিয়াছেন। বিষ্ণুদাস, তুমি ইহাদের জন্য সেবার যোগাড় কর।" এই বলিয়া দুই বন্ধুতে আলিঙ্গিত হইয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন। বেলা ১০টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত ইহারা পরস্পর আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। বিষ্ণুদাসজী তাহা দেখিয়া বিহারীদাসজীকে বলিলেন, 'ভাই! যদি কোনও উপায় থাকে ত দেখ।'

বিহারী দাস বলিলেন, "আজ ৩দিন আহার নাই, এদিকে ত

১১টা বাজে।”

এই বলিয়া তিনি সিদ্ধ বাবাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকে হাত মালিশ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর সিদ্ধ বাবা বলিলেন, “বিহারী, তুই কিছু খাইয়াছিস?”

বিহারী দাসজী ‘আজ্ঞে, আপনারা কেহ খাইলেন না, আমি কেমন করিয়া খাই, রাত্রি ত ১১টা বাজে।’

সিদ্ধ বাবা — ‘দূর হ বেটা, এই ত সন্ধ্যা।’ তখন সকলে উঠিয়া প্রসাদ পাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

সেই স্থানে ১০/১১ দিন থাকিবার পর সিদ্ধ বাবা নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে সিদ্ধ ভগবান দাস বলিলেন — “বিষ্ণুদাস! ঐ বাঁশের চোঙ্গার ভিতর কি আছে দেখ ত?” বিষ্ণুদাসজী চোঙ্গার ভিতর হইতে ১৮ টাকার রেজকী (খুচরা) বাহির করিলেন। (ঠাকুরের প্রণামী ঐ চোঙ্গার ভিতর রাখা থাকিত।)

তখন ভগবান দাসজী বলিলেন, ‘বন্ধু নবদ্বীপে যাইবেন, উহাকে দে।’

অতঃপর কালনা হইতে বিহারী দাসজী সিদ্ধ বাবাকে মাথায় লইয়া নবদ্বীপ রওনা হইলেন। রাস্তায় বিহারী দাসজী সিদ্ধ বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন — “নবদ্বীপে যাইয়া কোথায় উঠিবেন? বড় আখড়ায়?”

সিদ্ধ বাবা বলিলেন, ‘না, না। কোন আখড়ায় যাইব না।’ তখন বিহারী দাসজী সিদ্ধ বাবাকে নবদ্বীপের যে স্থানের বর্তমান নাম ‘ভজন কুটির’ (পুরাতন ভজন কুটির)। এই স্থানে প্রথমে একটি বৃক্ষতলে রহিলেন। পরে শ্রীমাধব দত্তের নিকট হইতে বিহারী দাসজী ৪০ (চল্লিশ) টাকায় দশ কাঠা জমি খরিদ করিয়াছিলেন। ঐ জমিটি একটি

প্রকাণ্ড গর্ত ছিল — বিহারী বাবা সিদ্ধ বাবার শয়ন দিয়া রাত্রিবেলা ছাড়াগঙ্গা হইতে মাটি তুলিয়া ঐ গর্ত ভরাট করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত, শ্রীলভক্তি বিনোদ ঠাকুর মহাশয় সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজকে শিক্ষাগুরু পদে বরণ করিয়াছিলেন। উভয়ে মিলিয়া মহেশগঞ্জের শ্রীযুক্ত নফর পাল চৌধুরীর নিকট ভিক্ষা মাগিয়া দুইখানি চালাঘর তৈয়ারী করেন। আরও কিছুদিন পরে সিদ্ধ বাবার ঈঙ্গিতে রাজর্ষি বনমালী রায়বাহাদুর তিনখানি ছোট ঘর চারিধারে প্রাচীর করিয়াছিলেন। বর্ধমানের কাইগ্রাম নিবাসী বৃদ্ধা মনমোহিনী দাসী একটি কুয়া খনন করিয়া দেন।

সিদ্ধ বাবা নবদ্বীপ আসিয়া বিহারী দাসজীকে বলিলেন, "যেন কোন আখড়ায় নিমন্ত্রণ খাইতে যাস না।"

বিহারী দাসজী — কেন?

সিদ্ধ বাবা — আরে! দোষীর সঙ্গ করিতে নাই।

(স্ত্রীসঙ্গকে সিদ্ধ বাবা 'দোষীর সঙ্গ' বলিতেন)

দেখ্, যে রাজার রাজ্যে বাস করা যায় তাঁর কিছু গুণ গাইতে হয়। দ্বাপরে ছিল শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য; আর এখন শ্রীমন্ মহাপ্রভুর রাজ্য। এখন তাঁরই গুণ গাইতে হবে। দেখ্ — পুরুষের নিকট ভিক্ষা করিতে গেলে ভিখারী কিছুই পায় না, আর স্ত্রীলোকের নিকট ভিক্ষা করিতে গেলে সে মুষ্টি চাউল ভিক্ষা পায়। স্ত্রীলোক— আমার বৃষভানু নন্দিনী আর কৃষ্ণভানু নন্দিনীই আমার মহাপ্রভু। তাঁর নিকট গেলে এক মুষ্টি প্রেম পাওয়া যাইবে। আমরা শ্রীকৃষ্ণের ধার ধারি না — বৃন্দাবনে থাকিলে আমরা বৃষভানু নন্দিনীর জয় দিব। যাঁহারা ভজনচতুর হইবেন তাঁহারাই নবদ্বীপে বাস করিবেন। কারণ ব্রজে অপরাধের বিচার আছে, ঐখানে ক্ষমা নাই। আর আমাদের নদে — এ অপরাধ নাই। দেখ না

— দুই পয়সার হাঁড়ির জন্য মা যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিলেন। নবদ্বীপে নিমাই কিন্তু ঘরের যাবতীয় 'হাঁড়ি-কুঁড়ি' ভাঙ্গিয়া চাউল, ডাইল কত লোকসান করিলেন, তথাপি শচী মা কিছুই বলিলেন না। সেই রূপে দ্বাপর যুগের মহামন্ত্রেও অপরাধের বিচার আছে; কিন্তু আমার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মহামন্ত্রে কোনই বিচার নাই।

মহাপ্রভুর মহামন্ত্র, যথা —
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।।

একবার ভজন কুটিরের পার্শ্ববর্তী পথ দিয়া নগর সংকীর্ত্তন চলিয়াছেন। নাম শ্রবণ করিয়া সিদ্ধ বাবা বিহারীজীর সহায়তায় পথিমধ্যে আসিয়া শ্রীনামকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন; তৎপরে সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যাবেশে চলিতে লাগিলেন। ঐ পথটিতে তখন ভগ্ন ইষ্টক খণ্ড ফেলা ছিল। সিদ্ধ বাবা একটি করিয়া গানের পদ শুনিতেছিলেন আর ২-৩ হাত উচ্চ লম্ফ দিয়া একেবারে ধপাস্ করিয়া সেই ইষ্টক খণ্ডের উপরে উত্তানভাবে পড়িতেছেন — কখনও সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতেছিলেন — কখনও অর্ধবাহ্য দশায় অস্ফুটভাবে কি বলিতেছিলন — মুখে ফেনা ঝরিতেছে— নয়নে গলদশ্রুধারা। এইভাবে ভজন কুটির হইতে রাণীরঘাটের বটতলা পর্য্যন্ত আসিতে সংকীর্ত্তন দলের ৬-৭ ঘন্টা কাটিয়া গেল। ভক্তবৃন্দের তৎকালীন উন্মাদনা, আনন্দাবেশ এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি দেহ-দৈহিক শূন্যতাদি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই এই কথা সাক্ষ্য দিবেন।

ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত আড়িয়ালের স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীহরিমোহন শিরোমণি গোস্বামী প্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবনবাসী শ্রীসখালাল গোপীলাল গোস্বামী প্রভু এবং শ্রীগৌর-শিরোমণি মহাশয়

প্রভৃতি হইতে শ্রীশ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া নবদ্বীপে সিদ্ধ বাবার কাছে আসিলেন। তিনি প্রভুপাদের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আমুল ঘটনা বলিয়া উপদেশ দিলেন — "রাখ প্রেম হৃদয় ভরিয়া"। শ্রীকৃষ্ণকথা দ্বারা শ্রীগৌরতত্ত্ব চাপিয়া রাখিবে। তাহাতে প্রভুপাদ প্রৌঢ়ি করিয়া বলিলেন, 'আমি গৌরতত্ত্ব প্রচার করিতে আসিয়াছি, তাহাই করিব।' ইহাতে সিদ্ধ বাবা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, — 'হ্যাঁ, তুমি-ই পারিবে।'

পরদিন ১০টায় সগণ শিরোমণি প্রভু সিদ্ধ বাবার আশ্রমে প্রসাদ পাইতে বসিয়া 'ভজ মন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' ইত্যাদি পদ গাহিতে থাকিলে সিদ্ধ বাবার বেলা ৪টা পর্য্যন্ত ভাবসমাধি হইয়াছিল।

আর একবার নবদ্বীপে খুব বর্ষা হইতে লাগিল— ভিক্ষায় কেহই বাহির হইতে পারিল না। সিদ্ধ বাবা বলিলেন, 'আজ কি হবে?'

বিহারী — আমি কিছুই জানি না।

কিছুক্ষণ পরে ৪জন ভক্ত ছাতা মাথায় দিয়া ২০ সের চিড়া, দধি, সন্দেশ ইত্যাদি লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

একদিন বিহারী দাসজী রসুই করিতেছিলেন। সিদ্ধ বাবা রামহরি দাসজীকে বলিলেন, — "তুমি জলটল তুলিয়া বিহারীকে জোগাড় দাও।" রামহরি গায়ে চাদর দিয়া নাম মালা জপ করিতে বসিলেন। তখন বিহারী দাসজী বলিলেন, "তুমি ভেক লইয়া কি সিদ্ধ হইয়া গেলে নাকি? একটু জলও আনিয়া দিলে না?" রামহরি দাসজী বলিলেন, 'চুপ, চুপ বাবা ঘুমাইতেছেন।' সিদ্ধ বাবা এই কথা শুনিতে পাইলেন। তিনি আসিয়া চুল্লী হইতে জ্বলন্ত কাঠ লইয়া রামহরি দাসের পেটে ঠাসিয়া ধরিয়া বলিলেন, "তোমরা কি ঘুমাইতে আসিয়াছ? বেটা, তুমি একটু যোগাড় দিতে পারিলে না? আবার বলিতেছ চুপ,

চুপ?" আর একবার নবদ্বীপে শ্রীনাথ রায়, গোপীমোহন রায়, জানকী রায় প্রভৃতি ভাগ্যকুলের জমিদারবাবুরা সিদ্ধ বাবার নিকট আসিয়া তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন — 'এখানে সিদ্ধ বাবা কোথায় থাকেন?'

সিদ্ধ বাবা — এখানে সিদ্ধ বাবা কে আছেন, তা তো জানি না। তোমরা যেমন মানুষ, আমিও সেইরূপ।

তাঁহারা বলিলেন — 'না, না, আপিনই সিদ্ধ বাবা। আমাদিগকে কিছু সিদ্ধাই দেখান।'

সিদ্ধ বাবা — বাবা! আমি ত সিদ্ধাই টিদ্ধাই কিছু জানি না। এই বলিয়া একটি লাঠি লইয়া মাটিতে ৭-৮টি ঘা মারিলেন। ইহা দেখিয়া বাবুরা বলিলেন, 'ভাই চল, বাবাজী আমাদের উপর রাগ করিয়াছেন।'

সিদ্ধ বাবা — 'না না, তোমাদের উপর রাগ করিব কেন? রাধাকুণ্ডে শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর ভজন-কুটিরের তুলসী গাছটা ছাগলে খাইতেছিল। তাই ছাগলটাকে তাড়াইয়া দিলাম।' তাহারা ইহা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহারা ২০ টাকা দিয়া রিপ্লাই পেইড্ টেলিগ্রাম করিলেন— উত্তর আসিল যে সত্যই শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর কুঞ্জে একটি ছাগল আসিয়া তুলসী গাছটিকে একেবারে মুড়াইয়া খাইয়াছে এবং উঠানে তাহার গায়ের লোম পড়িয়া রহিয়াছে। এই কথা জানিয়া তাহারা জোড় হাতে ক্ষমা চাহিয়া চলিয়া গেলেন।

তখন সিদ্ধ বাবা কহিলেন — উহারা কলির জীব, কিছু না দেখিলে বিশ্বাসই করিতে চাহে না। সেইজন্য একটু সিদ্ধাই দেখাইলাম। না হইলে বেটারা অপরাধে মরিত।

এর একবার সমগ্র নবদ্বীপ বন্যায় ডুবিয়া গেল। বিহারী দাসজীকে লইয়া সিদ্ধ বাবা এই আশ্রমেই রহিলেন। বড়ালঘাট হইতে

শ্রীগৌরহরি দাসজী খিচুড়ি রাধিয়া প্রত্যহ কলার ভেলায় চাপিয়া এইখানে দিয়া যাইতেন। কয়েকদিন পর বন্যার রূপ এমন হইল যে তিনিও আর আসিতে পারিলেন না; এদিকে বিহারীজীর জ্বর বিকার হইল। অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতে চলিল। মহাপ্রভুর মন্দিরের প্যারীমোহন গোস্বামীজী কলকাতায় টেলিগ্রাম করিয়া ডাক্তার আনাইলেন। ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া বলিল, "অবস্থা খুবই খারাপ, বোধহয় সেই রাত্রেই শেষ হইবে।" পরে লালাবাবুর জনৈক কবিরাজও তাহাই বলিলেন। তখন সিদ্ধ বাবা বলিলেন, 'আচ্ছা, এইবার আমিই ইহার চিকিৎসা করিব'— এই বলিয়া শ্রীগিরিধারীর একটি চরণতুলসী আনিয়া বিহারীর মুখে একটি কাঠির দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং নিজে মালা লইয়া উহার মাথার নিকট বসিয়া বলিলেন — 'আচ্ছা, আমি এই ত বসিলাম। কার সাধ্য ইহাকে লইয়া যায়? আমি কি ভজন করি নাই?' এই বলিয়া মালা করিতে বসিলেন। তাহার আধঘন্টা পরে বিহারী দাসজী চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। তখন সিদ্ধ বাবা বলিলেন,— ' কিরে, তুই আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইবি? নে ওঠ, আজ ২২দিন আমি মুখ পর্য্যন্ত ধুই নাই। তুই উঠিয়া রসুই কর'। তখন বিহারী দাসজী বলিলেন, 'বাবা! আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে।' এই কথা শুনিয়া সিদ্ধ বাবা সুজি ও চিনি দিয়া একটু মোহনভোগ করিয়া আনিয়া দিলে বিহারীজী তাহা খাইলেন। তখন সিদ্ধ বাবা বলিলেন, 'যা এইবার স্নান কর, রসুই করিয়া ঠাকুরের ভোগ দে, আমি ২২ দিন মুখে জল দিই নাই।' তখন বিহারীজী উঠিয়া সিদ্ধ বাবার মুখ ধুইয়া দিলেন এবং নিজেও স্নান করিয়া সিদ্ধ বাবাকে স্নান করাইলেন। তিনি বলিতেন — 'দেখ, তোর হাতে খাইলে আমার ভজনস্ফূর্ত্তি হয়, সেইজন্য আর কাহারও হাতে খাইতে ইচ্ছা হয় না'।

পরমায়ু বৃদ্ধি করিবার উপায় সম্বন্ধে সিদ্ধ বাবা বলিতেন — 'মহাদেব দুইবার গস্ত (হাটে ক্রয়) করিতে বাহির হয়েন। সেই সময় বসিয়া নাম করিলে আর পরমায়ু হরণ করিতে পারেন না — একবার সন্ধ্যা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত আর একবার ভোর ৩টা হইতে সকাল পর্য্যন্ত নাম করিবে।' যতই অসুবিধা হউক না কেন — এই সময় ঘুমাইবে না।

আর ভজন সিদ্ধ করিবার উপায় — এক নিয়মে নাম করা। যে নিয়ম করিবে তাহা পূর্ণ করিয়া ঘুমাইবে; তাহাতে প্রাণ পর্য্যন্ত যায় ত যাউক — তথাপি নিয়ম যেন ভগ্ন না হয়। এইভাবে কোমর বাঁধিয়া নাম করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ করিবে। প্রথমে কষ্ট, কিন্তু শেষে চির আরাম — শ্রীগৌরের পাদপদ্ম প্রাপ্তি।

একবার নবদ্বীপে থাকিতে বিহারী দাসজীর মুখে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শুনিবার ইচ্ছায় জিজ্ঞাসা করিলেন — "বিহারী! তুই বাঙ্গালা লেখাপড়া জানিস্?" বিহারী বাবা 'না' বলিলে সিদ্ধ বাবা বলিলেন — 'আচ্ছা, একখানা চরিতামৃত কিনিয়া আন্।' বাজার হইতে গ্রন্থ আনীত হইলে তিনি বলিলেন, 'এবার পড় দেখি।' বিহারীজী ত কিছুই জানেন না। সিদ্ধ বাবা বলিলেন — 'আচ্ছা, গ্রন্থের দিকে তাকাইয়া থাক'। কিছুক্ষণ পরে বিহারীজী অক্ষর চিনিতে শিখিলেন, তৎপরে যুক্ত অক্ষর শিখিলেন, তৎপরে সমগ্রভাবেই পড়িতে পারিলেন। এইভাবেই বিহারীজী সিদ্ধ বাবার কৃপায় খোল বাজনাও শিখিয়াছিলেন।

এই সিদ্ধ বাবা মহা অনুরাগী প্রেমিক ভক্ত হইলেও লোক শিক্ষার জন্য বিধিমার্গও যাজন করিতেন। কথিত আছে — ইনি প্রত্যহ হাটুতে কাপড় জড়াইয়া এক হাজার (১০০০) দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন। অতি বৃদ্ধ বয়সে যখন তিনি উঠিতে, বসিতেও কষ্টবোধ করিতেন তখন

পর্য্যন্তও এই নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। প্রত্যহ শ্রীগিরিধারীকে স্বহস্তে তুলসী প্রদান করিতেন — যখন বার্ধক্যহেতু চোখের পাতা ঝুলিয়া পড়িয়াছিল তখনও জনৈক সেবক চোখের পাতা তুলিয়া ধরিলে তিনি স্বহস্তে তুলসী সমর্পণ করিতেন।

কালনার সিদ্ধ ভগবান দাস বাবাজী মহারাজের সহিত সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের গাঢ় প্রণয় ছিল — সময় সময় ইনি কালনায় শ্রীশ্রীনামব্রহ্মের আতিথ্য স্বীকার করিতেন।

সিদ্ধ বাবা অপ্রকটের ৪-৫ দিন পূর্বে বলিলেন, — "বিহারী! তুই ত আমার অনেক সেবা করিলি, আমি ত তোর কিছুই করিতে পারিলাম না। তা যাক্, তোকে আজ ৪-৫ গাড়ী টাকা দিব।" বিহারী দাসজী মনে মনে ভাবিলেন — যাঁর সম্বল একটিমাত্র ভাঙ্গা করোয়া তিনি কিনা আমাকে চার গাড়ী টাকা দিবেন? সিদ্ধ বাবাকে বলিলেন — 'কেমন করিয়া চার গাড়ী টাকা দিবেন?' সিদ্ধ বলিলেন — 'আরে মহাপ্রভুত আমায় দর্শন দিতে আসিবেন। তাঁহাকে একটু ইঙ্গিত করিলেই তিনি পাঠাইয়া দিবেন।' আবার বলিলেন — 'তুই টাকা চাস? না আমায় চাস?' বিহারীজী বলিলেন — 'আমি আপনাকে চাই'। এই কথা শুনিয়া সিদ্ধ বাবা যৎপরোনাস্তি খুশী হইয়া বলিলেন — "বেশ বেশ আমায় লইলে আর পয়সা পাইবি না। আর তোর কখনও অভাব থাকবে না। তুই কলিযুগের একশত বৎসর পরমায়ু পাইবি। সদা সর্বদা নাম করবি, যেন নাম ভুলিস না। কলি তোর কিছুই করতে পারবে না।" এই কথা বলিয়া তিনি ৪-৫ দিন পরেই অন্তর্ধান করিলেন। বিহারী দাসজী উদ্যোগ করিয়া মহামহোৎসব করিলেন এবং ৯ বৎসর নবদ্বীপে ভজন কুটিরে সমাধি-সেবায় যত্নপর থাকিয়া শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যান। সিদ্ধ বাবা নবদ্বীপে ভজন কুটিরে যে কেলি কদম্বতলে বসিয়া ভজন

করিতেন, তাঁহার অন্তর্ধানের পরে সেই বৃক্ষটিও ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে থাকে এবং একটি একটি করিয়া বল্কল খসিলে তাহার গাত্রে অস্পষ্টাক্ষরে 'হরে কৃষ্ণ' নাম লেখা পরিলক্ষিত হইতে ছিল।

সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ এই ভজন কুটিরে টানা ৩২ বৎসর বসবাস করিয়া ১৪৭ বৎসর ভজন লীলায় প্রকট থাকিবার পরে ১৮৯৭ খৃঃ বাংলা ১৩০৪ সালে ফাল্গুনী শুক্লা প্রতিপদে অপ্রকট লীলায় প্রবেশ করেন।

## শ্রীশ্রীসিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবার সূচক

শ্রীজগন্নাথ দাস জয় সিদ্ধ বাবা মহাশয়
দয়াকর অধম জনেরে।
মুঞি পামর জনে বড় সাধ করি মনে
তুয়া গুণ গাইবার তরে।।
যিঁহ অনুরাগ মনে গৃহ ছাড়ি কতদিনে
পুরুনিয়া পাটেতে আইলা।
নিত্যানন্দ বংশধর জগদানন্দ প্রভুবর
তার পদে আত্ম সমর্পিলা।।
তিঁহ কৃপাবান হৈয়া কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিয়া
ভক্তি তত্ত্ব সব জানাইল।
তাহার করুণা হৈতে অতি অনুরাগ চিতে
নবদ্বীপ ধামেতে আইল।
গৌরাঙ্গ মাধুরী হেরি নয়নে ঝরয়ে বারি
পাদপদ্মে আত্ম নিবেদিল।।
তবে তিঁহ কতদিনে অতি উৎকণ্ঠিত মনে
বৃন্দাবনে গমন করিল।
আইলেন মধুপুরী বিশ্রাম তীর্থে স্নান করি
প্রেমে বৃন্দাবন প্রবেশিল।।
দেখি শোভা বৃন্দাবন উলসিত তনুমন
শ্রীগোবিন্দ কৈল দরশন।
যুগল মাধুরী হেরি নয়নে বহয়ে বারি
প্রেমাবেশে ভেল নিমগন।।

কতক্ষণে স্থির হৈয়া প্রেমে গর গর হিয়া
সব স্থানে দরশন কৈল।
অতি আনন্দিত মনে ভ্রমিয়া দ্বাদশ বনে
তবে গোবর্দ্ধনেতে আইল।।
মানসী গঙ্গার তীরে সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবারে
সকাতরে প্রণাম করিল।
তিঁহ অতি কৃপা করি ভেক সংস্কার করি
জগন্নাথ দাস নাম দিল।।
তাঁহার করুণা হৈতে রাগানুগা ভজনেতে
অতিশয় লালসা বাড়িল।
কৃষ্ণনাম সদা মুখে প্রেমধারা বহে বুকে
লীলা তত্ত্ব হৃদয়ে স্ফুরিল।।
প্রবল বৈরাগ্য যার সবে মানে চমৎকার
প্রেমের তরঙ্গে সদা ভাসে।
করুণা কটাক্ষ দানে উদ্ধারিলে জগজনে
বঞ্চিত হইল হরিদাসে।। ১।।

জয় প্রেম অনুরাগী জগন্নাথ দাস।
সূর্য্যকুণ্ড তীরে অনুরাগে কৈল বাস।।
সূর্য্য কুণ্ড বাসী সিদ্ধ মধুসূদন দাসে।
শিক্ষা গুরু কৈল কত মনের উল্লাসে।।
সিদ্ধ মধুসূদন দাস কতেক দিনে।
নিত্য লীলাতে তিঁহ করিলা গমনে।।
তাহার বিরহানলে জগন্নাথ দাস।
দেহ ত্যাগ লাগি মনে করিলা প্রত্যাশ।।

ব্রজবাসীগণ সবে তারে বুঝাইয়া।
রাখিলেন প্রাণ তার সুস্থ করিয়া।।
বিহারী দাস আদি তার শিষ্য হইল।
বিহারী দাসেরে নিজ সেবায় রাখিল।।
তবে তিঁহ চাতুর্ম্মাস্য নিয়ম করিল।
তীব্র অনুরাগে মন্ত্র জপাদি করিল।।
শ্রীরাধা গোবিন্দ তার প্রেমে বশ হইয়া।
দরশন দিল তারে করুণা করিয়া।।
দরশন পায়া তার সদা আঁখি ঝুরে।
যুগল মাধুরী সদা স্ফুরয়ে অন্তরে।।
ব্রজবাসী সিদ্ধ বাবা নাম খ্যাতি কৈল।
নিরবধি নাম প্রেমে মগন হইল।।
ব্রজবাসীগণ দিল মন্দির করিয়া।
সিদ্ধ বাবা মহারাজের ভজন লাগিয়া।।
বিহারী দাস দ্বারা ঠাকুর আনাইল।
নিতাই গৌর সেবা স্থাপি মহোৎসব কৈল।।
একদিন চোর আসি ঠাকুর লইল।
দরজা বাজিল মাথে ছাড়ি পলাইল।।
তবে সিদ্ধ বাবা বিহারী দাসের হাতে।
ঠাকুর পাঠায়ে দিল শ্রীবৃন্দাবনেতে।।
কতদিন পরে বলে শুনহ বিহারী।
ঠাকুর নহিলে গৃহে রহিতে না পারি।
বিহারী তল্লাস করি ঠাকুর আনি দিল।।
ঠাকুর লঞা মন্দিরে স্থাপন করিল।

ষড়ভুজ মহাপ্রভু দেখি আনন্দেতে।।
দশবৎসর সেবা কৈল হরষিত চিতে।।
নাম প্রেম দিয়া জগজনে মাতাইল।
কর্ম্মদোষে হরিদাস বঞ্চিত হইল।। ২।।

জয় জগন্নাথ দাস সূর্য্যকুণ্ড তীরে বাস
সিদ্ধ বাবা বলি যার খ্যাতি।
কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ গানে দিবানিশি নাহি জানে
অতিশয় হরষিত মতি।।
কতদিন পরেতে গৌর প্রেম হৃদয়েতে
প্রকাশ হৈয়া ব্যাকুল হৈল।
অতি অনুরাগ মনে বিহারী দাসের সনে
নবদ্বীপে গমন করিল।।
পথি মধ্যে কালনাতে ভগবানদাস সাথে
মিলি প্রেমে নিমগন ভেল।
দোঁহে দোঁহা নিরখিয়া প্রেমে উথলিল হিয়া
আলিঙ্গিয়া মূরছিত ভেল।।
কতক্ষণে চেতনা পাঞা স্নান ভোজন করিয়া
সেই রাত্রি তথায় রহিল।
কৃষ্ণ কথা আলাপনে অতি প্রেমানন্দ মনে
দিবানিশি কিছু না জানিল।।
তবে কয়েকদিন পরে গেলা নবদ্বীপ পুরে
এক বৃক্ষতলে কৈলা বাস।

নিরবধি গোরা গুণে ধারা বহে দুনয়নে
অতিশয় প্রেমের উল্লাস।।
গৌরাঙ্গ মূরতী হেরি নয়নে বহয়ে বারি
প্রেমাবেশে হয় অচেতন।
ক্ষণেকে চেতন পায়া হা গৌরাঙ্গ বলিয়া
উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন।।
কতদিন রহিয়া ভজন কুঠি নিরমিয়া
তাহে রহি করয়ে ভজন।
গৌর গোবিন্দ লীলা গুণ সদা চিন্তে মনে মন
মানসেতে করয়ে সেবন।।
অলৌকিক ভাব যার কৃপা ক্ষমা গুণাধার
সদা রহে ভাবের আবেশে।
সহজ করুণা গুণে উদ্ধারিলে জগজনে
প্রেমের তরঙ্গে সদা ভাসে।।
ফাল্গুন শুক্লা প্রতি পদে মন রাখি গোরাপদে
নিজ প্রাণ তুলিয়া লইল।
তাহার বিরহানলে হা গৌরাঙ্গ সবে বলে
হরিদাস ব্যাকুলিত ভেল।। ৩।।

**সমাপ্ত**